MAR. 2 1 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ......

এক কিস্তিতেই শিক্ষক-কর্মচারীদের বর্ধিত বেতনের বকেয়া দেওয়া হইবে

রেজানুর রহমান ॥ দুই নয়, এক কিস্তিতেই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বর্ধিত বেতনের বকেয়া অর্থ পাইবেন। গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জরুরী নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। একটি সূত্রের মতে, বর্ধিত বেতনের বকেয়া অর্থের পরিমাণ (২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এক কিস্তিতেই

(প্রথম পৃঃ পর)

দাঁড়াইয়াছে ১৫৩ কোটি টাকা। চলতি মাসের জুন মাসের মধ্যেই শিক্ষক-কর্মচারীদের হাতে বেতনের বকেয়া অর্থ পৌঁছাইবে বলিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছে।

গত বছরের ২৩ ও ২৪শে আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে বিভিন্ন শিক্ষক সমিতি ও জোটের কর্মকর্তাদের সহিত শিক্ষামন্ত্রীর যৌথ সভায় বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশ শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগে উত্তীর্ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জুলাই ২০০০ হইতে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর ঘোষণা দিয়া পরবর্তীতে সরকারীভাবে ঘোষণা দেওয়া হয় দুই কিস্তিতে শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ বেতনের বকেয়া অর্থ পাইবেন। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ও তাহাদের জোট এক কিস্তিতে বেতনের বকেয়া অর্থ প্রদানের দাবী জানায়। গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকসহ অন্যান্য মন্ত্রী এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষক-কর্মচারীদের আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া এক কিস্তিতেই বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। ২৩ ও ২৪শে আগস্টের যৌথ সভায় শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বেতনের শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারী অংশ ৮০% হইতে ৯০%-এ উন্নীত করার পাশাপাশি ৯-দফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। সিদ্ধান্তসমূহঃ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষক অনুপাতে ছাত্র-ছাত্রী থাকিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রী হ্রাস পাইলে আনুপাতিক হারে এমপিওভুক্ত শিক্ষক সংখ্যাও হ্রাস পাইবে। স্বীকৃতি প্রাপ্তির নীতিমালা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও পাসের হার নিশ্চিত করিতে হইবে। ন্যূনতম পাসের হার না থাকিলে নীতিমালা অনুযায়ী স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি বাতিল হইবে। নকলমুক্ত অবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষক সমাজ সচেষ্ট থাকিবেন। কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক পরীক্ষায় নকলে সহায়তা করিলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বেতনের সরকারী অংশ বন্ধ করা হইবে। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা কেন্দ্রে নকল হইবে সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করা হইবে ইত্যাদি।